R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৭২শ বর্ষ.
৩য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯২ সাল
২৯শে মে, ১৯৮৫ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲সডাক

হঠাৎ বাস ধর্ম্মঘটে যাত্রীরা নাজেহাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৯ মে বেলা ১২টার পর অকস্মাৎ রঘুনাথগঞ্জের সব রুটে বাস বন্ধ হয়ে যায়। ওই দিন ছিল গঙ্গাপূজা। গঙ্গা স্নান উপলক্ষে গ্রাম থেকে আসা যাত্রীরা বাসের অভাবে অবর্ণনীয় দুর্দশায় পড়েন। সুযোগ বুঝে রিকসা প্যাডলাররাও যা খুশি ভাড়া হাঁকতে থাকেন। বিনা নোটিশে বাস ধর্ম্মঘটের সমর্থনে বাস মালিক এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে অন্যতম সদস্য দেবীরতন চক্রবর্ত্তী আমাদের সংবাদদাতাকে জানান, নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা অকস্মাৎ এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। এজন্য দায়ী আর টি এ কর্ত্তৃপক্ষের এক তরফা একটি অবৈধ বিজ্ঞপ্তি। তাঁরা মালিক বা শ্রমিক পক্ষ কারো সাথে কোন আলোচনা না করে, কিছু না জানিয়েই হঠাৎ অনেক নতুন স্থানে বাস ষ্টপেজ নির্দিষ্ট করে বিভিন্ন ব্লকে ও মহকুমা অফিসে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তির কথা বাস মালিকদের বলা হয়নি। ফলে এই নতুন ষ্টপেজগুলিতে বাস না থামায় যাত্রী সাধারণের সাথে আহিরণ ষ্টপেজকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয় এবং এই বচসা পরবর্ত্তীতে সংঘর্ষের রূপ নেয়। নিরুপায় বাস চালকরা অগত্যা বাস চালাতে অসম্মত হয়ে বাস বন্ধ করে দেন। বন্ধ মীমাংসার আলোচনার জন্য আর টি একে বাস মালিকরা তিনটি দাবী জানান ১) অবৈধ ষ্টপেজ বন্ধ করতে হবে। ২) প্রশাসনিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। ৩) ষ্টপেজের ব্যাপারে সমিতির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আরো জানা গেল ৩০ মে এই ব্যাপারে মালিক পক্ষের সাথে আর টি এ কর্ত্তৃপক্ষ এক আলোচনায় বসছেন। অবশ্য যাত্রী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তড়িতাহত হয়ে যুবকের মৃত্যু, ক্ষোভ

সংবাদদাতা : ২৮ মে বিকেলে ঝড়ে তেঘরি হাসপাতালের সন্নিকটে রাস্তার বিদ্যুতের লাইনবাহী তার ছিঁড়ে পড়ে সমগ্র হাসপাতাল অঞ্চলকে বিপজ্জনক করে তোলে। স্থানীয় জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি-নগর বিদ্যুৎ অফিসে খবর দেন। কিন্তু ২৯ মে সকাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ কর্মীরা এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেননি। এর ফলে জনৈক ১৭-১৮ বছরের পথ চলতি যুবক রিংকু সিংহ অসাবধানতাবশতঃ তড়িতাহত হয়ে প্রাণ হারায়। বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতিতে অমূল্য একটি জীবন অকালে ঝরে গেল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কিছুদিন আগে ওই স্থানেই কাটা তারে তড়িতাহত হয়ে রাখহরি রায়ের একটি দুধেল মোষ মারা যায়। কয়েক মাসের ব্যবধানে বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতিতে ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটায় জনমনে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। যে কোন সময়েই প্রচণ্ড জন বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। এদিকে বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গেল, বিপজ্জনক তার সম্পর্কে জনসাধারণকে বারংবার সতর্ক করে দেওয়া সত্বেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। ফলে মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ডাকঘরে তারযন্ত্র অচল, কর্ত্তৃপক্ষ ঠুঁটো জগন্নাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ডাকঘরে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা জন্মলগ্নে ছিল না। সেখানকার জনসাধারণের বহু প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি তার ব্যবস্থা। জঙ্গিপুর ডাকঘরে মাত্র চার-পাঁচ বছর হলো এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত ওই শহরে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার অফিস আছে। আছে একটি কলেজ ও দুটি হাই স্কুল এবং বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল শহরের পনেরটির মধ্যে ১০টি ওয়ার্ডই ঐ ডাকঘরের অন্তর্গত। সে কারণে লোক সংখ্যার দিক দিয়েও টেলিগ্রাম ব্যবস্থার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার জন্মলগ্ন থেকেই ঐ অফিসের তার প্রেরক যন্ত্রটি প্রায় সর্বদায় অকেজো থাকছে। বিশেষ করে গত এক বছর থেকে একেবারেই তার ব্যবস্থা অচল অবস্থায় রয়েছে। জনসাধারণকে সবক্ষেত্রেই ভাগীরথী পার হয়ে রঘুনাথগঞ্জ বড় অফিসে যেতে হচ্ছে। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন খবর রাখেন না বলেই মনে হয় নতুবা এতদিন তার ব্যবস্থা বেহাল হয়ে থাকে কীভাবে? জনগণের দাবী কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ত্যাগ করে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনগণের দুঃখ নিবারণে সচেষ্ট হোন।

পরলোকে পুরপতি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৫ মে জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি হরিপ্রসাদ মুখার্জী কলকাতার একটি নার্সিং হোমে পরলোকগমন করেছেন। তিনি কিছুদিন থেকে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পুরসভাসহ কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

বরুণ রায়ের সংযোজন : সুদর্শন, মধুরস্বভাব, মৃদুভাষী একটি মানুষ। অধ্যাপক হিসাবে যিনি ঠিক মানানসই হতেন ঘটনার আবর্তে একদিন তিনি জঙ্গিপুর শহরের প্রধান নাগরিক হয়ে বসলেন। পৌর রাজনীতির পাদপ্রদীপের সামনে একদিন হরিপ্রসাদ মুখার্জীকে এসে দাঁড়াতে হল।

জঙ্গিপুর পৌরসভায় যত আবর্জনা জমা হয়েছে, মতলববাজ ধুরন্ধরদের যেভাবে ভিড় জমেছে তাতে হাজার সদিচ্ছা থাকলেও নাগরিক সাধারণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে নিরপেক্ষভাবে বলিষ্ঠ নীতি নিয়ে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তার উপর রাজ্য রাজনীতির অশুভ এবং অনভিপ্রেত নানারকমের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে কাজ করা খুব সহজ নয়। তবুও অনেকদিন পর এই প্রথম এমন এক-জন পৌরপতি এলেন যাঁর কাছে যে কোন নাগরিক সরাসরি উপস্থিত হয়ে নিজের কথা বলতে পেরেছেন এবং সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছেন।

অন্তরঙ্গ আলোচনায় হরিপ্রসাদবাবু তাঁর অনেক অপূর্ণ সাধ ও সীমিত সাধ্যের কথা আমাদের কাছে খোলাখুলি বলতেন। জঙ্গিপুরে গঙ্গার উপর সেতু এবং জঙ্গিপুরে একটি প্রসূতিসদন হোক এটা তাঁর খুবই ইচ্ছা ছিল। জঙ্গিপুরের বিশিষ্ট প্রয়াত গুণীজনের নামে জঙ্গিপুরের প্রধান রাস্তাগুলির নামকরণ করার প্রস্তাব আমরা তাঁর কাছে পেশ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ছিলেন।

দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। দাদাঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার আরব্ধ কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পৌরসভার একখণ্ড উপযুক্ত জমি দান করার ইচ্ছা তাঁর ছিল।

হরিপ্রসাদবাবু সুঅভিনেতা ছিলেন। সরস্বতী লাইব্রেরী ও অন্যান্য জায়গায় তাঁর পরিচালনায় বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এই নাটক অভিনয়ের শুরু ছাত্রাবস্থায় 'কুমার হোষ্টেলে' থাকার সময়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেরক্স ঘর যোগাযোগ ঃ পণ্ডিত প্রেস ঃ রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯২ সাল।

॥ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ॥

বিদ্রোহী কবি নজরুলের শুভ জন্মদিন ২৫শে মে অতিক্রান্ত হইল। তাঁহার দেশবাসী আমরা দিকে দিকে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া স্মরণসভা করিয়া তাঁহার গীতিগুলি গাহিয়া 'বিদ্রোহী' প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি করিয়া বা স্মৃতিচারণ করিয়া বাৎসরিক কর্তব্য সম্পাদন করিলাম। কিন্তু একবারও চিন্তা করিলাম না তিনি কি চাহিয়াছিলেন, আমরা কি পাইয়াছি এবং তাহার প্রতিকারে কতটুকু কর্তব্য করিতে পারিতেছি। কবি গাহিয়াছিলেন—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার/লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাঁহার সে হুঁশিয়ারী ভুলিয়া বসিয়াছি। যে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহী কবি জনকর্ণে 'বিষের বাঁশী' বাজাইয়া 'অগ্নিবীণা'র তারে দীপক রাগিণীর ঝঙ্কার তুলিয়া জনগণকে মুক্তি-পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই মুক্তি আসিয়াছে কি? বিদ্রোহী কবিতায় কবি বলিয়াছেন—'আমি সেইদিন হব শান্ত/যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/যবে অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।' আমাদের উৎপীড়ন কমিয়াছে কি? অত্যাচারীর রণ আশঙ্কা আজও মিটিয়াছে কি? যদি কবির কল্পনার জগৎ আজও কল্পনা হইয়া থাকে তবে আমাদের কবির জন্মদিনে নূতন করিয়া শপথ লইবার দিবস সমাগত। তাঁর হুঁশিয়ারীর আলোকে আমাদিগকে দুর্গম গিরি, দুস্তর পারাবার লঙ্ঘন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া কর্মের পথে আগুয়ান হইতে হইবে। তবেই তাঁহার প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা সম্ভব হইবে। নতুবা শুধুমাত্র বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বাসরের অনুষ্ঠানে তাঁহার আত্মা বিচলিত হইবে। প্রয়াত দাদাঠাকুর সঠিক ভাবেই সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাইয়া দিয়াছিলেন নজরুলের কবিতার অর্থাৎ 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু......উল্লেখ করিয়া।

তিনি বলিয়াছিলেন—স্বাধীনতার পথ কোন কালেই কুসুমাবৃত নহে। সে পথ চিরকালই অতি পিচ্ছিল কণ্টক কঙ্করময়। যে মুক্তির জন্য পাগল হইয়াছে, যাহার অন্তরে বাহিরে মুক্ত, স্বাধীন হইবার ঐকান্তিক আগ্রহ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে সে ঐ বাধা বিপত্তি, ঐ বিপর্যয়কে হাস্যমুখেই উপেক্ষা করিয়া প্রচণ্ড শক্তিবলে আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া যায়।

আজ দেখিতে হইবে যাহারা মুক্তি মুক্তি করিয়া দেশের বুকে নাচিয়া বেড়াইতেছে, যাহারা স্বাধীনতার মানব মুক্তির জয়ঢাক পিঠে লইয়া দেশবাসীকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাদের অন্তরে সত্য সত্যই মুক্তির প্রেরণা, বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে কিনা।...

...কাহার ভিতরে কতটুকু সত্য আন্তরিকতা আছে, আর কাহার ভিতর শুধু স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা লুকাইত আছে কে ফাঁকি দিয়া আত্মস্বার্থ উদ্ধার করিয়া লইতে গিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না, সেই সব বর্ণচোর, সিংহচর্মাবৃত মেষের দলকে চিনিতে হইবে। বুঝিতে হইবে চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। শুধু চালাকী করিয়াই কি এদেশে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখা সম্ভবপর হইবে। যাঁহারা নেতা, যাঁহারা কর্মী, যাঁহারা দেশপ্রেমিক বলিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেশের জনসমষ্টির বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কুড়াইয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের আজ আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—তাঁহাদের আদর্শ কি? দেশকে প্রকৃত স্বাধীন করিবার প্রকৃষ্ট পথ কি? শক্তি কোথায়? সেই পথ নির্দ্দেশ আজ কে করিয়া দিবে? শক্তি কেন্দ্রের সন্ধান আজ কে আনিয়া দিবে?

দেশের অগণিত যুবক আজ কর্মোন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের ডাক দিয়া পথে বাহির করিবার লোক নাই। সবাই কেবল 'মুখেন মারিতং জগৎ'। চায়ের টেবিলে বসিয়া উজির নাজির বধ করিতে সবাই ওস্তাদ। প্রাণের ভিতর কি প্রেরণা আছে, দেশের প্রতি ঐকান্তিক দরদে কাহারো বুকের পাঁজর কি ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে? যেথানে যাও, যেথানে দাঁড়াও সেথানেই দেখিবে কেবল দলাদলি, রেষারেষি এবং সাম্প্রদায়িক লড়াই ফল্গু ধারার মত অবিরত বহিয়া চলিয়াছেই। দেশপ্রীতির চতুঃসীমানার মধ্যে স্বার্থের গন্ধ কিংবা সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বাষ্প প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু আজ আমাদের দেশের আনাচে কানাচে দূষিত বাষ্প জমাট বাঁধিয়া কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি ধর্মনৈতিক সর্ব বিষয়ে দেশটাকে শুধু পঙ্গু করিয়া রাখে নাই, পরন্তু পিছনের দিকে টানিয়া জাহান্নামের দিকেই ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। এ সকল কি দেশের নেতাদের চোখে পড়ে না? যদি চোখেই পড়িবে, তবে তাহার প্রতিকার হয় না কেন? আর যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নাম যদি প্রতিকার হয় তবে এ দেশের দুর্দশা যে কবে দূর হইবে তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আসিয়া ও দেশে লক্ষ কমিশন বসাইয়া নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ।"

দাদাঠাকুরের এই সাবধান বাণীটি অনেক পুরাতন তবুও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। সেই কারণেই বিদ্রোহী কবির জন্মদিনে ভারতের জনগণ যাদিকে কবি সেই অশান্ত তরণী যাত্রী বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া হুঁশিয়ারী দিয়া গিয়াছেন, সেই হুঁশিয়ারী স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম নির্দ্ধারণপূর্বক সঠিক পথে চলিবার প্রতিশ্রুতি লইবার আহ্বান জানাই। যদি আমরা কবির সেই স্বপ্নের ভূমি স্থাপন করিতে পারি তবেই তাঁহাকে স্মরণ করা সার্থক হইবে।

বিধিমুক্ত শিক্ষক শিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : লুথেরান ওয়ার্লড সার্ভিসের উদ্যোগে সম্প্রতি সাগরদীঘি ব্লকের বিষ্ণুপুর গ্রামে বিধিমুক্ত শিক্ষক শিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক ত্রিলোচন সিং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার ওপর জোর দেন। সাগরদীঘির বি ডি ও নন্দদুলাল ভকত চরিত্র গঠনে এবং শৃঙ্খলাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করতে এই শিক্ষার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। পুষ্টি প্রকল্পের ওপর বক্তব্য রাখেন সাগরদীঘি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিগত এক বৎসরের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়।

কৃষি প্রশিক্ষণ : সম্প্রতি একই সংস্থার উদ্যোগে একই গ্রামে তিন দিনের কৃষি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ঝড়ের তাণ্ডব

ধুলিয়ান : সম্প্রতি ঝড়ের প্রকোপে ডাকবাংলো এলাকার প্রায় দোকানের চাল উড়ে গিয়েছে। ঘর চাপা পড়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের অনুপনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

বি এস এফের গুলিতে একজন পাচারকারী নিহত

ধুলিয়ান : সম্প্রতি চকসাপুর এলাকার কিছু সমাজবিরোধী একপাল গরু নিয়ে বাংলাদেশে পাচারে তৎপর হলে বি এস এফ বাহিনী তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। মুক্তির দাবীতে চকসাপুর গ্রামের কয়েকশো লোক বি এস এফ বাহিনীর উপর হামলা চালায় এবং গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয়। অবস্থা আয়ত্তে আনতে বি এস এফ বাহিনী গুলি চালায়। গুলিতে একজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোনঃ ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

NTPC FSTPP

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Limited)

Farakka Super Thermal Power Project

FARAKKA : MURSHIDABAD (W. B.)

MATERIALS DEPARTMENT

Tender No. FS : 42 : MD : T-69 : OT-013 Date : 18.5.85

Sealed tenders in duplicate are invited from experienced materials handling clearing & transport contractor for working in NTPC/FSTPP's Private siding inside plantsite of Farakka for a period of one year.

The tenderers should have sufficient past experience & full knowledge of working commercial and operational rules of pvt. Rly. siding of industrial projects/ organisation of similar nature.

Scope of work includes collection of RRs, taking delivery and handling of steel, cement, misc. items like G. I. Pipes, C. I. Pipes and fittings, cable drum, R. C. C. pipes, lubricants & chemicals etc. and power plants equipments & spares etc. including transportation and stacking in stores/yard. Total tonnage to be handled is approx. 48000 MT. However this is only an indication.

THE TERMS & CONDITIONS :

1) Tender documents can be had on request by post or in person on payment of Rs. 100/- by Bank draft on State Bank of India, Farakka. Indian Postal Order in favour of NTPC, Khejuriaghat post office or on cash payment at our Cash Section. Money order shall not be acceptable.

2) Request/Application for tender documents shall be supported with credentials/ documents indicating that the applicant is a bonafied/experienced material handling contractor & executed similar jobs without which tender documents will not be issued.

3) Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site condition, before tendering.

4) The above description of work is only indicative and full details are given in the Tender documents.

5) Bidders shall have deposit an earnest money for Rs. 20000/- without which the Tender will be rejected outright.

6) The Bidders shall have to submit the latest Income Tax Clearance Certificates alongwith the Bid failing which the offers may be ignored.

7) NTPC reserves the right to accept/reject any application for Tender documents without asigning any reason.

8) Last date for sale of Tender documents is upto 5.00 p.m. on 10. 7. 85.

9) Tender paper will be accepted upto 10.00 a.m. on the due date of opening i. e. 19. 7. 85 and will be opened at 11.00 a. m. on same day.

CHIEF MATERIALS MANAGER

টেণ্ডার

কাশিমবাজারস্থিত গুদাম হইতে কেয়ার খাদ্য সামগ্রী বহন করিয়া জেলার বিভিন্ন খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে পৌঁছিয়া দিবার জন্য শীলমোহর করা খামে "দরপত্র" আহ্বান করা যাইতেছে।

খাদ্য সামগ্রী গুদাম হইতে বাহির করিয়া গাড়ীতে উঠান এবং বিতরণ কেন্দ্রে নামান ইত্যাদি সমস্ত খরচ ধরিয়া দর লিখিতে হইবে। টেণ্ডার ১২-৬-৮৫ তারিখের মধ্যে বেলা ২টার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

টেণ্ডার বিষয়ে সমস্ত খবরাখবর ও টেণ্ডার ফরম্ কাজের দিন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

স্বাক্ষর অরুণ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি
তদর্থক কমিটি
জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 51/(6)/SM Date 24 5. 85

পরলোকে পুরপতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তখন তিনি দুবার স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেন। গানের গলা ছিল ভাল। স্ত্রী ভূমিকাতেই মানাত বেশী।

জঙ্গিপুর হাই স্কুলে হরিপ্রসাদবাবুর সহপাঠি ছিলেন অজিত সিংহ, লক্ষ্মণ দাস, গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়। অজিত সিংহ ম্যাট্রিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন। লক্ষ্মণ দাস ম্যাট্রিকে জেলা স্কলারশিপ পান। গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় পরে ডাক্তারি পড়তে বিলেত যান। তিনিও জঙ্গিপুরের পৌরপতি হন। তারকা সমন্বিত জঙ্গিপুর স্কুলের এই দলে হরিপ্রসাদবাবু ছিলেন মাঝারি মাপের ছাত্র।

জীবনের শেষ দিকটা জঙ্গিপুরকেই তিনি নিজের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। জঙ্গিপুরের রেশম শিল্পের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। স্থানীয় রেশম শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তিনি এসেছিলেন। রেশম উৎপাদন ও উৎপাদিত রেশম বস্ত্র বিপণনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শেষ দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতা যেতে হয়। সেখানেই নার্সিং হোমে গত ২৫শে মে হরিপ্রসাদবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অগণিত বন্ধু, গুণগ্রাহী ও জঙ্গিপুরের সাধারণ মানুষ এই মৃত্যুতে আপনজন হারানোর বেদনা অনুভব করছে।

হঠাৎ বাস ধর্মঘট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাধারণের পক্ষে বি ডি ও অফিসের জনৈক কর্মচারী জানালেন, মালিকেরা আর টি এ দপ্তরের সঙ্গে যোগসাজসে অবৈধভাবে প্রায় লোক্যাল বাসকে এক্সপ্রেস ও লিমিটেড ষ্টপেজ বাসে পরিণত করেছেন। এর ফলে সমস্ত রুটেরই অধিকাংশ গ্রামবাসী ও সরকারী কর্মচারীরা (যারা দৈনিক যাতায়াত করেন) যারপরনাই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আর টি এ কর্তৃপক্ষ ঐ ঘটনা অস্বীকার করেন ও ষ্টপেজ লিষ্টের কপি ব্লক ও মহকুমা অফিসে পাঠান। কিন্তু বাস মালিকেরা ঐ আদেশ মানতে অস্বীকার করায় এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। বাস মালিকেরা নিজেদের জেদ বজায় রাখতেই নাকি এই ধর্মঘট চালাচ্ছেন।

ব্যবহার করুন
সি.আর.দাশের
রাঙ্গাজবা
মুক্তিক টুথ পাউডার
হাসুন নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে
মুক্তিক টুথ পাউডার
মুক্ত ছড়ানো হাসি, মুক্তিক ভালবাসি!

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না।
নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।